দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JAN 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

০৪

সন্ত্রাস ও গণতন্ত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিয়া মঙ্গলবার বলেছেন, গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিকে চিহ্নিত করতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিকে সাহায্য করছে। এতে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, সন্ত্রাস দূর করতে সংবাদপত্রকেও সোচ্চার হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্র অর্জন ও তা সংরক্ষণের ব্যাপারেও প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বিরোধী দলের দায়িত্ব রয়েছে। যারা বিরোধী দলে আছেন তাদের সহনশীল হতে হবে। "এ সরকার কখন যাবে, কখন আমরা ক্ষমতায় বসব"--এ ধরনের মনোভাব পোষণ করলে গণতন্ত্র টিকবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের এই বক্তব্যকে সবাই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা মনে করি। একথা এখন স্বীকৃত সত্য যে, সন্ত্রাস ও গণতন্ত্র পাশাপাশি চলতে পারে না এবং সন্ত্রাসে মদত তারাই দেয়, যারা দেশে স্থিতিশীল গণতন্ত্র চায় না।

সরকার ইতিমধ্যে সন্ত্রাস দমনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র সুসংহত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক সন্ত্রাসীকে আটকও করা হয়েছে। সন্ত্রাসী মাস্তান আটক অভিযানে একেবারে যে কোন ফল হয়নি, তাও নয়। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সন্ত্রাসীদের আটক করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। বুধবার দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং তালিকা অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের দ্রুত ধরার জন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সাম্প্রতিককালে সংঘটিত খুন, বোমাবাজি, গোলাগুলি, চাঁদা আদায় ও অগ্নিসংযোগসহ বেশ কয়েকটি ঘটনার তদন্তের পর সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করা হয়। প্রাথমিকভাবে তালিকাটি একশ' সদস্যের--এদের মধ্যে ৯/১০ জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, ঢাকা মহানগরীকে সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আমরা কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। তা হলো সন্ত্রাস অর্থনীতির গতিকেও রুদ্ধ করে দেয়। নগরের চাঁদাবাজরা দোকানপাটে, নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে, শিল্পকারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, টেন্ডারে তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে চাঁদা দাবী করে জনসাধারণকে এক নাজুক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলে দেয়। সন্ত্রাস নির্মূল করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যে আরও গতি পাবে--সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতি সামনে রেখেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সকলকে দাঁড়াতে হবে--গণতন্ত্র সুসংহত করার জন্য এবং অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের জন্য। ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আহবানে ও নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে দেশের সকল রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসীদের আশ্রয় না দেবার ব্যাপারে ৭- দফা অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার প্রতি সকল দলের অকুণ্ঠ আনুগত্য জরুরী। ইতিমধ্যেই সন্ত্রাস পরিস্থিতির যে উন্নতি ঘটছে, সবাই মিলে দাঁড়ালে শীগগীরই তা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। দেশে গণতন্ত্রও পাবে স্থায়ী রূপ।